দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...17 MAR 1990...
পৃষ্ঠা... 7 ...কলাম... 5...

46

ঢাকা ভার্সিটির 'নেপথ্য সমস্যা'

॥ রেজানুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় 'নেপথ্য সমস্যা' দীর্ঘদিন ধরিয়া অব্যাহত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিগত কয়েক বছরে সন্ত্রাসী তৎপরতা মূল সমস্যা হিসাবে ধরা পড়ায় বর্তমান সময়ে ইহা প্রতিকারের চেষ্টা অব্যাহত থাকিলেও 'নেপথ্যের সমস্যা' দূর করার

শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

নেপথ্য সমস্যা

(১ম পৃঃ পর)

তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। 'নেপথ্যের সমস্যা' তালিকায় 'সিনেট' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। প্রায় ৩ বছর ধরিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে। বিগত সময়ে দুইবার সিনেট অধিবেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফলে ১৯৮৭ সালের পর সিনেটের কোন অধিবেশন হয় নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন মহল সিনেটকে কার্যকর করার দাবী জানাইলেও অদ্যাবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক কোন উদ্যোগ নেয় নাই।

জানা গিয়াছে যে, সিনেটে রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের জটিলতা সিনেটকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বছরের কর্মকাণ্ড সিনেট অধিবেশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করার নিয়ম থাকিলেও গত ৩ বছরে তাহা করা হয় নাই। সিনেট অধিবেশনে ভিসির প্যানেল চূড়ান্ত করা হয়। জুলাই মাসে বর্তমান ভিসির মেয়াদ শেষ হইবে। কিন্তু এই সময়ে সিনেটের অধিবেশন চলার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুল অদ্যাবধি চালু করা হয় নাই। প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই সুইমিং পুলের বিভিন্ন জটিলতা দূর করার কোন উদ্যোগ নাই। ইহা নির্মাণে কারচুপি ধরা পড়ায় দুর্নীতি দমন বিভাগ তদন্ত করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রকৌশলীর মতে, ব্যয়বহুল এই সুইমিং পুল ব্যবহারের জন্য চালু না করার ফলে মূল্যবান অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাইফেল ক্লাবে অস্ত্র চুরি যাওয়ার ঘটনা ঘটে গত বছরের মাঝামাঝি। অনেকের ধারণা, চুরি যাওয়া এই অস্ত্র ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে। পত্র-পত্রিকায় এব্যাপারে খবর প্রকাশের পর কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন। অদ্যাবধি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই।